৫

দৈনিক বাংলা

তারিখ 09 APR 1997
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

সাত বছর ডাকসু নির্বাচন হচ্ছে না

তারা ছাত্র নয় অথচ ছাত্র সংসদ নেতা

মুজতবা খন্দকার ঃ আমান উল্লাহ আমান এবং খায়রুল কবির খোকন। এখন আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নন। পাঁচ বছর আগে ১৯৯১ সালে তাঁদের ছাত্র জীবন শেষ হয়েছে। তারা এখন

অনুসন্ধানী প্রতিবেদন

পরিপূর্ণভাবে অতি পরিচিত রাজনীতিক। তবু আজো তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহসভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক। প্রকৃত অর্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রছাত্রী তাদের নাম জানলেও চেনেন না। বার বার ছাত্রছাত্রীদের দাবিতে "ডাকসু" নির্বাচনের উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু অচিন্তনীয়ভাবে প্রতিবারই "ডাকসু" নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে গেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের ইতিহাসে এটি একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা এবং অবাঞ্ছিত রেকর্ড। বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠলেও তার প্রতি এই দুই ছাত্রনেতার সামান্যতম কোন ভ্রুক্ষেপ নেই।

জনাব আমান উল্লাহ আমান ১৯৯০ সালে ডাকসু'র সহসভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

১৯৯০ সালের ৫ জুন "ডাকসু" নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আর ২৫ জুন অনুষ্ঠিত হয় নতুন কমিটির অভিষেক। এতে ডাকসুর তদানীন্তন সহসভাপতি আমান উল্লাহ আমান ও সাধারণ সম্পাদক খায়রুল কবীর খোকনসহ কর্মকর্তারা শপথ নেন। ছবিটি সংগৃহীত।

তারা ছাত্র নয় অথচ ছাত্র সংসদ নেতা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সাধারণ নির্বাচন, ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী তথাকথিত ভোটারবিহীন নির্বাচন এবং ১৯৯৬ সালের ১২ জুন অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে তিন তিনবার জাতীয় সংসদে সদস্য নির্বাচিত হন। এমনকি ১৫ ফেব্রুয়ারীর তথাকথিত নির্বাচনের পর কয়েকদিনের জন্য তিনি বিএনপি দলীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীও হয়ে ছিলেন। তিনি এখন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সম্পাদক। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শিষ্টাচার অনুসরণ করে আমান উল্লাহ আমান 'ডাকসুর' সহসভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেননি। আমান উল্লাহ আমান ১৯৯০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ও কবি জসীমউদ্দীন হলের আবাসিক ছাত্র ছিলেন। এমএ চূড়ান্ত পর্বের পরীক্ষা দেয়ার পর তাঁর ছাত্রত্ব শেষ হয়। কেবল ডাকসুর নির্বাচনে অংশ নেয়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থাপনায় তিনি পুষ্টি বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন এবং ছাত্র হিসাবে তাঁর পরিচিতি বহাল রাখেন। উল্লেখ্য, এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞা। তিনি বর্তমানে বিএনপির অন্যতম উপদেষ্টা।

খায়রুল কবির খোকন। ১৯৯০ সালে তিনি 'ডাকসু'র সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৯০ সালে তিনি বাংলা এমএ ক্লাসের এবং হাজী মুহম্মদ মহসীন হলের আবাসিক ছাত্র ছিলেন। চূড়ান্ত পরীক্ষার পর তারও ছাত্রত্ব শেষ হয়ে যায়। শুধু 'ডাকসু' নির্বাচনে অংশ নেয়ার জন্য রাজনৈতিক সহকর্মী আমান উল্লাহ আমানের পথ অনুসরণ করে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় তিনিও পুষ্টি বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন। জনাব আমান ও জনাব খোকন ১৯৯২ সালের জুন পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বেতন পরিশোধ করেন। কিন্তু এরপর দীর্ঘ পাঁচ বছর কেটে গেলেও তারা কোন বেতন পরিশোধ করেননি। ছাত্র বেতন পরিশোধ করার প্রশ্নও আসে না। কারণ তারা তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নন। তারা উভয়ই তখন প্রাক্তন ছাত্র। খায়রুল কবির খোকন বর্তমানে বিএনপি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য এবং পেশায় একজন পরিপূর্ণ রাজনীতিক। সুতরাং সাধারণ ছাত্রছাত্রী মহলে একটি অভিন্ন প্রশ্ন, জনাব আমান এবং জনাব খোকন কি করে এখনও "ডাকসু'র সহসভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসাবে পরিচয় দিচ্ছেন? এই পরিচয় দিতে তাদের কি সামান্যতম কোন সংকোচ হচ্ছে না?

৭